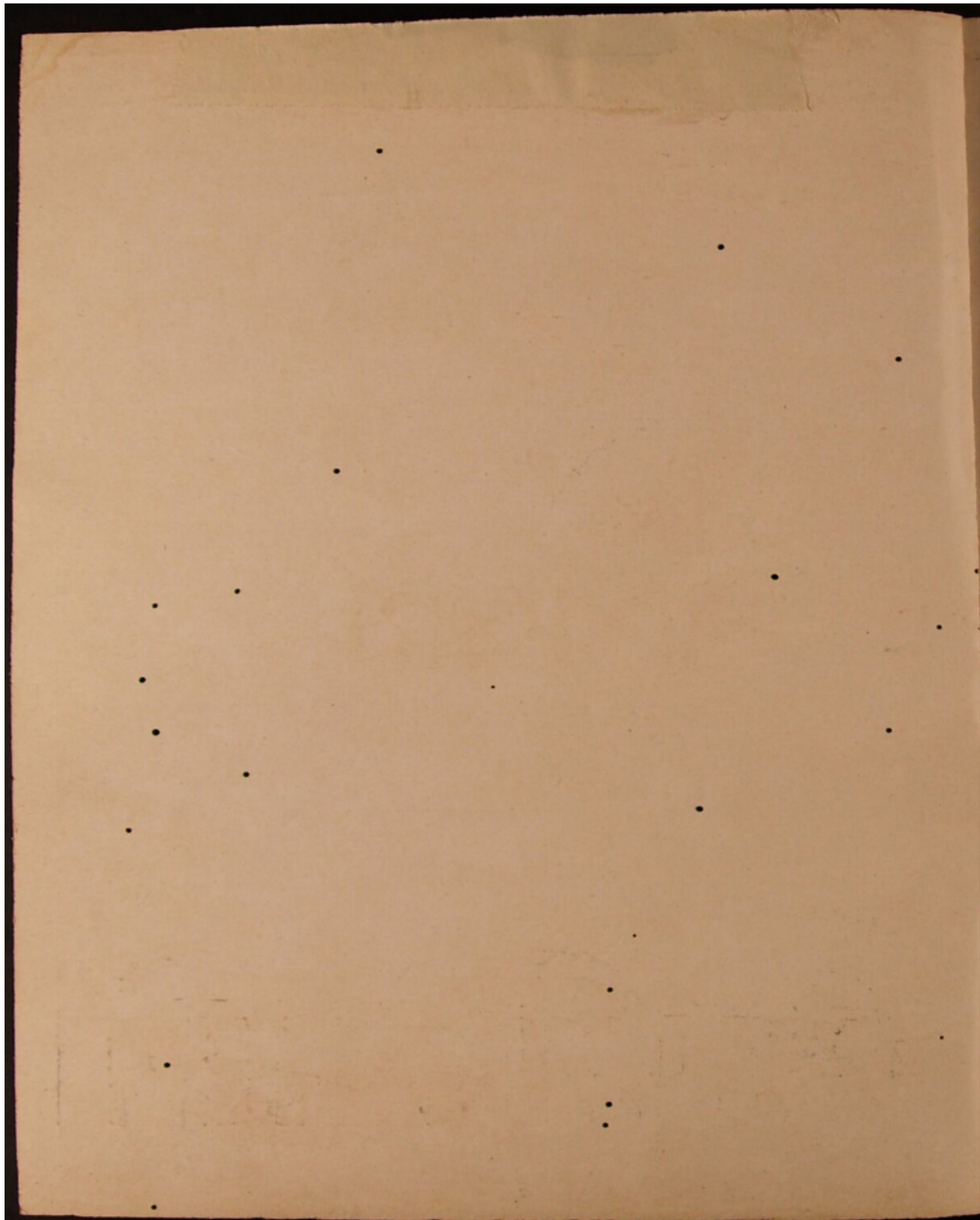




शक्तिनाथ



মনীন্দ্র সিংহের প্রযোজনায়

- চিত্রমন্দিরের -

- - প্রথম নিবেদন - -

শ্রীমদ্রাজেশ্বরী মন্দির

শাস্ত্রাথ

শুভ-উদ্বোধন
শনিবার, ১৪ই আগষ্ট



সহকারীগণ

পরিচালনায় : কুমার সেন

আলোকচিত্রে : জগদীশ

শব্দযন্ত্রে : ইয়াসিন

বসয়ানাগারে : পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রসম্পাদনায় : সুধীন্দ্র পাল

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচারকার্যে : শৈলেন দে

কারকশিল্প : মতিলাল ও মণিলাল

সম্পাদনা : আসগর আলি ও বিমলমিত্র

চিত্রসংরক্ষক : অনিল ঘোষ

শশিনাথ

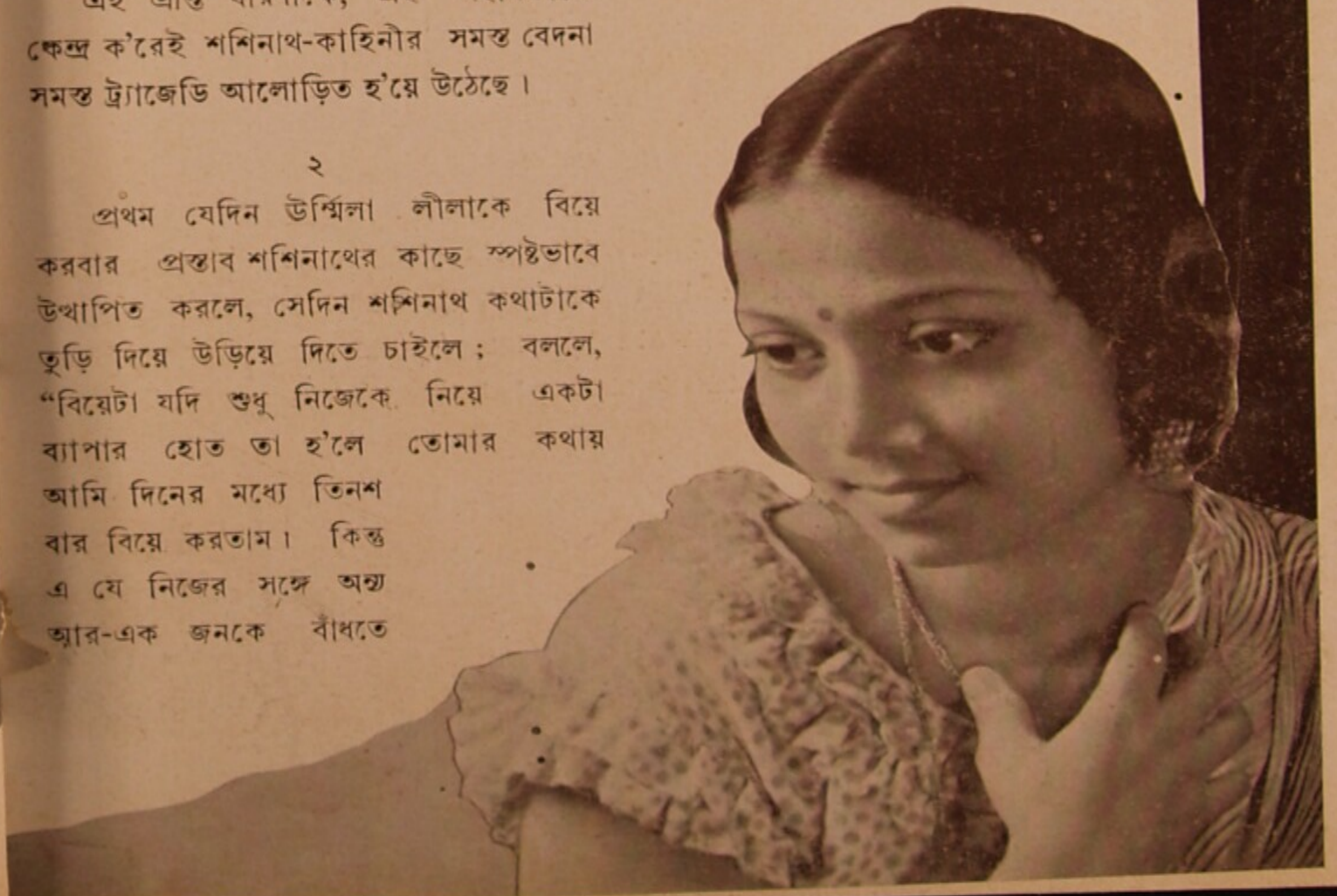
সর্বপ্রথম উদিত হয়েছিল উর্শ্বিলা এবং সোমনাথের মনে। তারপর নানাভাবে নানাধিক থেকে সঞ্চিত আশ্বাসে অনুমানে লীলার মনের মধ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি লাভ করেছিল তা' শশিনাথের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের ;—তবে দিনে দিনে ধীরে ধীরে তার পরিপূর্তি ব'লে তার মধ্যে উচ্ছলতা ছিল না, ছিল গভীরতা। সে অনুভব করত, কিন্তু প্রকাশ করত না। ভবিষ্যতে কোনো-একদিন শশিনাথের সহিত তার বিবাহে এই অনুরাগের অনন্তগতিক পরিণতি হবে—এই রকম একটা বিশ্বাসের নিশ্চিততায় তার মন শান্ত ছিল।

শশিনাথেরও মন শান্ত ছিল, কিন্তু ভ্রমাত্মক ধারণার ছলনায় তার হৃদয়ের অন্তর-মহলে লীলার প্রতি যে অনতিবর্তনীয় প্রেম বর্তমান ছিল, বহিমহলের একটা অনভিজাত আত্মভিমান সেই প্রেমকে স্নেহের ছদ্মবেশ পরিয়ে তার স্বরূপ পরিবর্তিত ক'রে রেখেছিল। আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী মানুষ, আমি এক সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতে উদ্বৃত হয়েছিলাম, আমি দূঢ়, সংযত, লীলার অগ্রজস্থানীয় ব্যক্তি,—সুতরাং তার প্রতি আমার প্রেমও যেমন অসম্ভব ব্যাপার, তার সহিত বিবাহও তেমনি অসম্ভব কল্পনা! ইত্যাদি।

এই ভ্রান্ত ধারণাকে, এই অহমিকাকে কেন্দ্র ক'রেই শশিনাথ-কাহিনীর সমস্ত বেদনা সমস্ত ট্রাজেডি আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে।

২

প্রথম যেদিন উর্শ্বিলা লীলাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব শশিনাথের কাছে স্পষ্টভাবে উত্থাপিত করলে, সেদিন শশিনাথ কথাটাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলে; বললে, “বিয়েটা যদি শুধু নিজেকে নিয়ে একটা ব্যাপার হোত তা হ'লে তোমার কথায় আমি দিনের মধ্যে তিনশ বার বিয়ে করতাম। কিন্তু এ যে নিজের সঙ্গে অশ্রু আর-এক জনকে বাঁধতে





বারম্বার প্রত্যাখ্যান
হেতু ক্রমশঃ উর্মিলার
মনে একটা উগ্র অভিমান দেখা
দিলে। শশিনাথ এবং উর্মিলার
মধ্যে দেবর-ভাজের সম্পর্কটা অত্যন্ত
মধুর এবং আন্তরিক ছিল বলেই
এই অভিমানটা হ'ল যৎপরোনাস্তি
প্রবল। তাই একদিন যখন
শশিনাথ লীলাকে দেখাবার
জন্য তার ধনকুবের বন্ধু সুধীরকে
ধরে নিয়ে এল, উর্মিলা



শশিনাথ

উম্মিলা সহাস্যে বললে, “এ মন্দ কথা নয় ঠাকুরপো, লীলা ভালবাসলে তোমাকে, আর তার জন্মে দায়ী হলাম আমি আর তোমার দাদা,—আর তুমি একেবারে দায়ে খালাস! চোর যে, সে হ’ল সাধু—আর যাদের কাছে চোর ধরা পড়ল, তারা হ’ল অপরাধী!”

শশিনাথ বললে, “তা ত নয়। চুরি করবার প্রলোভন দেখিয়ে সাধুকে যারা চোর ক’রে তুলতে চায় তারাই হ’ল অপরাধী। কিন্তু সে কথা যাক, লীলা নিজের মনই বা কি বোঝে, আর নিজের ভাল-মন্দই বা কি বোঝে! আমি সব ঠিক ক’রে নেব—তুমি কিছু ভেবনা বউদি!”

এই ‘সব ঠিক ক’রে নেওয়ার’ জন্মে শশিনাথ লীলাকে নিয়ে একদিন অপরাহ্নে বোটানিকাল গার্ডেনে উপস্থিত হ’ল। সেখানে সে প্রথমে লীলার মনের প্রকৃত অবস্থার নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হ’ল। অত্যন্ত পীড়াপীড়ির ফলে সে লীলার মুখ থেকে স্পষ্ট কথাই পেলে যে, সুধীরের সঙ্গে বিবাহ তার মনঃপূত নয়। শশিনাথেরই সহিত বিবাহ তার মনের বাসনা কি না, সে প্রশ্নের সুস্পষ্ট মৌখিক উত্তর না দিলেও নিগূঢ় মৌনতার দ্বারা লীলা সে-কথাকেও অস্পষ্ট রাখলেনা। শশিনাথও মৌনকে সম্মতির লক্ষণ বলেই অনুমান করলে।

শশিনাথের প্রতি তার ভাগ্যদেবতার এই শেষ সুযোগ-নিবেদন। কিন্তু আত্ম-প্রতারণিত শশিনাথ এখনও তাকে অবহেলা করলে। এখনও সে নিজের হৃদয়ের অন্তস্থল তলিয়ে দেখে বুঝলেনা যে, যে-ব্যাপির জন্ম লীলার চিকিৎসা করতে সে উদ্বৃত হয়েছে সেই একই ব্যাপির বীজে তারও মর্ষস্থল পীড়িত। তাই সে নিজের যথার্থ পদমর্যাদাকে উপেক্ষা ক’রে লীলার প্রতি খানিকটা গুরুজনগিরি প্রয়োগ করলে। নানাবিধ গুরুগস্তীর উপদেশ বর্ষণের পর অবশেষে বললে, “আমি যা বললাম বুঝেছ?”

লীলা বললে, “বুঝেছি।”

উৎফুল্ল হ’য়ে শশিনাথ বললে, “তা হ’লে সুধীরের সঙ্গে বিয়েতে তোমার কোন অমত নেই ত?”

দস্তে অধর চেপে অবরুদ্ধ স্বাসে লীলা বললে,—“না।”

শশিনাথ মনে করলে এ সহজ নিৰ্ব্বিরোধী ‘না’, কিন্তু এ যে কঠিন অভিমান-প্রসূত কি ছুঁকুঁধি অপরায়েয় ‘না’ তা আজ না বুঝলেও তার অবশিষ্ট জীবন তাকে মর্ষে মর্ষে অনুভব করতে হয়েছিল। তার এবং লীলার মধ্যবর্তী এই ‘না’ সে আর কোন দিনই উভয়ের মধ্য হ’তে অপসারিত করতে পারে নি;—এমন কি রেঙ্গুনগামী জাহাজের ডেকে যেদিন তারা উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল, সেদিনও বোধহয় নয়।

৩

বোটানিকাল গার্ডেন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা এমন একটা ব্যাপার ঘটল যা এই কাহিনীর সমস্তকে বিশেষভাবে জটিলতর ক’রে তুললে। কিন্তু সে কথা বলবার পূর্বে একটু আগেকার কথা বলা আবশ্যিক।

হরিচরণ মুখোপাধ্যায় নামে শশিনাথের পিতার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পেন্সন গ্রহণের পর তিনি তাঁর অবিবাহিতা যুবতী কন্যা সরযুর সহিত বিলাসপুর

শশিনাথ

গ্রামে বাস করছিলেন। কিছুকাল পূর্বে শশিনাথ এবং তার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুবরেন বিলাসপুর গিয়ে গ্রামবাসীর অত্যাচার থেকে রোগগ্রস্ত হরিচরণ ও সরযুকে উদ্ধার করে কোলকাতায় নিয়ে আসে। তদবধি সকল্য হরিচরণ কোলকাতায় শশিনাথদের একটা ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করছেন। বারম্বার দেখাশুনা এবং আলাপ পরিচয়ের মধ্যে সুন্দরী সরযুর প্রতি বরেন যে প্রেমাসক্ত হয়েছিল এ কথা শশিনাথের অবিদিত ছিল না! হরিচরণ একটু সুস্থ হ'লে কথাটা তাঁর কাছে উত্থাপিত করবে এই ছিল তার সঙ্কল্প।

এদিকে হরিচরণও একটি সংপাত্রে কল্যাণ সমর্পণ করবার জন্য মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছিলেন,— কারণ শরীরের যা অবস্থা, কোন্ দিন যে পরলোক থেকে ডাক আসে তার কোনই স্থিরতা নেই। সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ স্থির হ'য়ে যাওয়ার কথা শুনে দৃষ্টি পড়ল শশিনাথের উপর। সোমনাথ ও উর্শ্বিলার কাছে তিনি পেশ করলেন শশিনাথের





স্মৃতি

— এক —

খেলার ছলে ভাসিয়েছিলাম
আমার মালার ফুলে,
জানিনে হায় কখন স্রোতে
ঠেকল তোমার কুলে ।
আজকে আমার মনে মনে
আশা জাগে অকারণে
হয়ত সে ফুল পূজার তরে
নেবে তুমি তুলে ॥

—মীরা ঘোষ

— দুই —

তোমারে হেরেছিহু জানি না কোন রাতে,
অধীর হিয়া মম চলেছে তব সাথে ।
আজো স্মরণে আসে
সে কোন মধুমাসে
ছলেছি যেন দৌহে ফুলের ঝুলনাতে ॥
আমার প্রেম-রাধা তোমারি অভিসারে
না মানি' কোনো বাধা চলেছে বারে বারে ।
আজো স্বপন-মাঝে
তোমারি বেগু বাজে,
জাগিছে কলগীতি হৃদয়-যমুনাতে ॥

—মৃগাল ঘোষ

— তিন —

সখি, মনে মনে কেন হ'লি উতল ?
প্রেমের টেম্পারেচার বৃদ্ধি হয়েছে চঞ্চল !
শীতের ছপুর বেলা এসেছে কি হঠাৎ ফাগুন,
অনুরাগের কারখানাতে লেগেছে কি বিরহ-আগুন,
সখি, আনিব ডেকে প্রণয় দমকল !
মাথা খাস্ বল কোন্ সে তরুণ চোর কুরেছে মন চুরি
হৃদয়-রেডিওতে বৃদ্ধি শুনেছিহু তা'র মোহন বাণী ;
পরাস্-ছাঁদলাতলায় তা'রে মালার শিকল ॥

—মনোরমা

॥ ଧୂଳି ଧୂଳି-ଧୂଳି

॥ ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି

‘ଧୂଳି କି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି’

ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି)

॥ ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି

ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି

। ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି)

ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି

— ଧୂଳି —

(ଧୂଳି ଧୂଳି) ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି —

॥ ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି)

‘ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି-ଧୂଳି’

ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି

। ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି

‘ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି’

— ଧୂଳି —

ଧୂଳି ଧୂଳି —

॥ ଧୂଳି

। ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି)

‘ଧୂଳି ଧୂଳି-ଧୂଳି’

‘ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି)’

॥ ଧୂଳି

‘ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି)’

। ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି

— ଧୂଳି —

ଧୂଳି ଧୂଳି —

॥ ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି) ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି

‘ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି) ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି’

‘ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି) ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି’

। ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି

‘ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି (ଧୂଳି) ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି’

(ଧୂଳି ଧୂଳି ଧୂଳି)

— ଧୂଳି —

ଧୂଳି ଧୂଳି

লীলা...
মীরা ঘোষ

সবু...
জ্যোৎস্না গুপ্তা

সোমনাথ...
অহিন্দ্র চৌধুরী

ববেন...
বতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উর্মিলা...
দেবচালা

হরিচরণ...
খানো বায়

মালতী...
খুল্লনলিনী

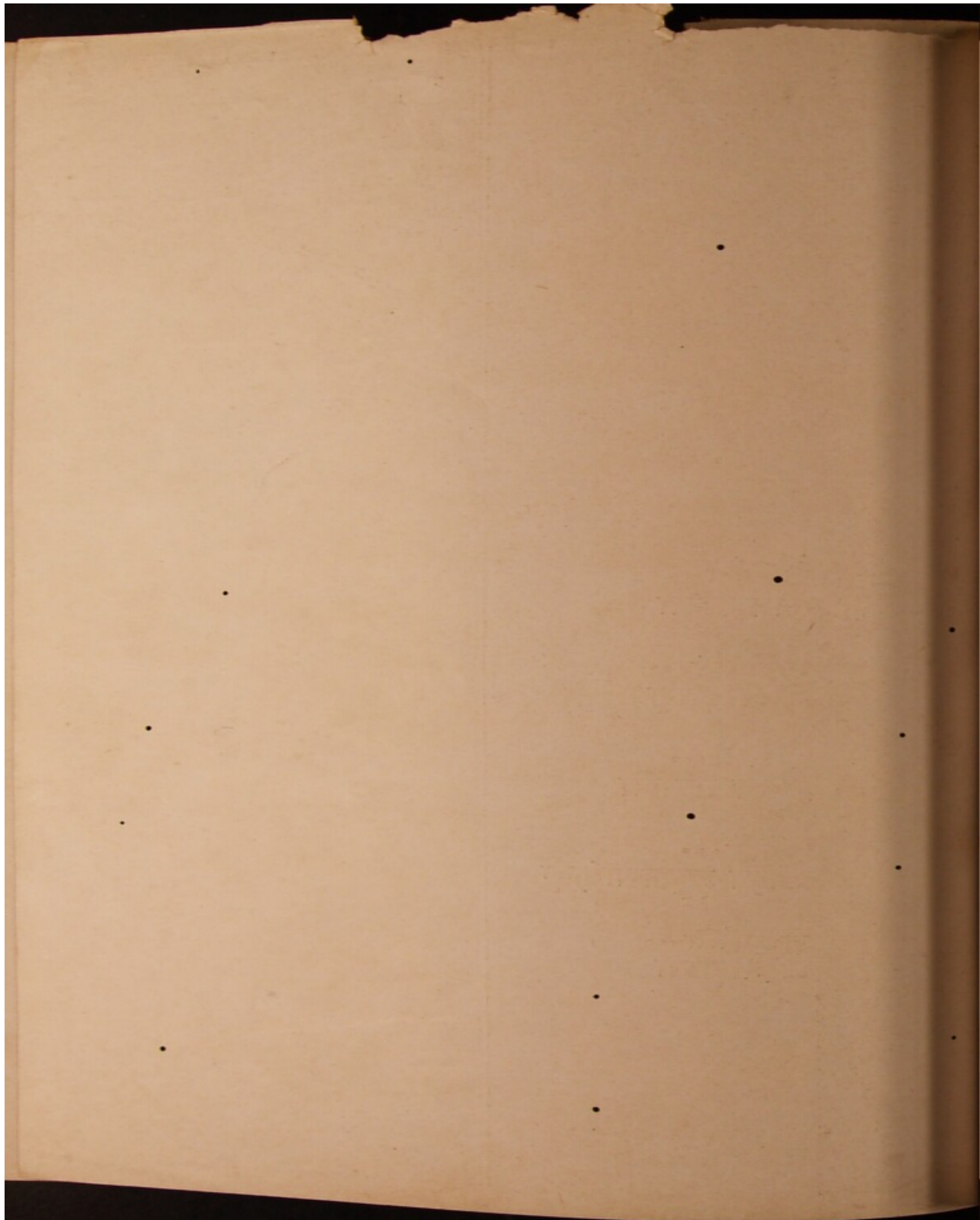
সুধীর...
তাঁরা মূখোপাধ্যায়

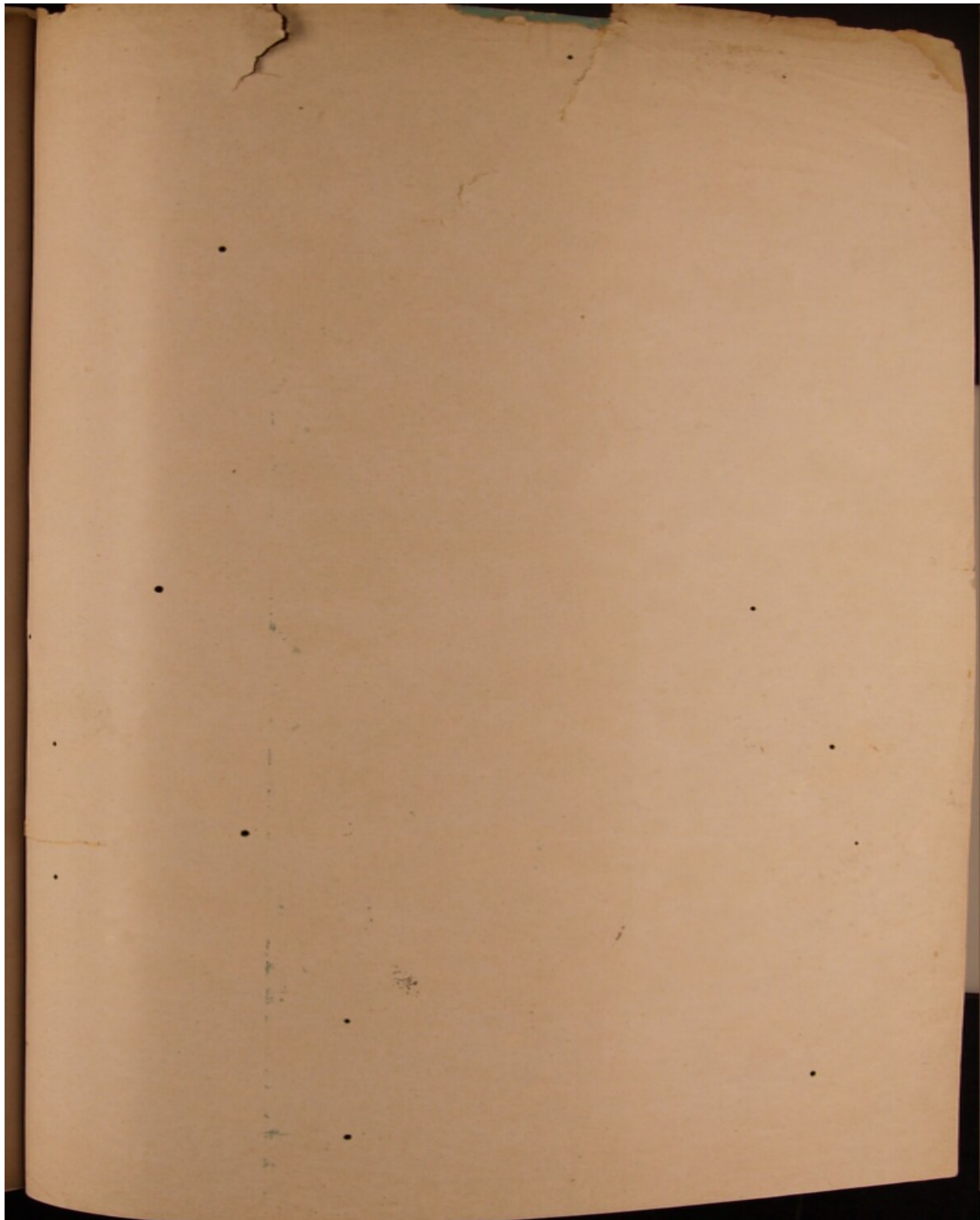
সুহাসিনী...
মনোব্রহ্মা



স্বর্জিনাথ
মোহনলাল ঘোষাল

ঃ অন্যান্য ভূমিকায় :
নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি
চট্টোপাধ্যায়, নির্মাল বন্দ্যো
-পাধ্যায়, বানো চৌধুরী, সেলিয়া
ধীবেন ঘটক, গোপাল সেন
-গুপ্ত (অঙ্ক গায়ক), কানু বন্দ্যো
-পাধ্যায় (এ:), লীলা বসু,
প্রকাশমানি, হরিসুন্দরী (ব্যাক্তি)
মৃনাল ঘোষ (এ:), জীবন বসু
প্রভৃতি







চিত্রমালা
আর. বি. এস.
প্রোডাকশন